ইউনিট ৩

ভূমিকা

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তাঁর অধিকাংশ সভাসদ ও কোম্পানীর ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। পূর্ববর্তী ইউনিটে সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের কথা আপনি জানতে পেরেছেন। এইসব ষড়যন্ত্রের কথা সিরাজ যে মোটেই জানেন না, তা নয়। গুপ্তচরের মাধ্যমে তিনি ষড়যন্ত্রের সকল সংবাদই জেনেছেন। কিন্তু দৃঢ়হস্তে এইসব ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করার জন্য সিরাজ কখনোই কঠোর হতে পারেননি। দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যত্রয়ে আপনি সিরাজের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রএবং একই সঙ্গে সিরাজের শিথিল শাসনব্যবস্থার কথা জানতে পারবেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সম্পর্কে তাঁর পারিষদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধির মনোভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
২. নবাবের বিরুদ্ধে তাঁর পারিষদবর্গের গভীর ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিতে পারবেন।
৩. নবাবের পারিষদবর্গ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধির স্বার্থচিন্তা ও ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের জন্য কর্ম পরিচালনার বিষয় বিস্তারিত তাতে লিখে জানাতে পারবেন।
৪. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ও তার পারিষদবর্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতিপয় দিক উল্লেখ করতে পারবেন।
৫. সিরাজের পক্ষের সেনাপতিদের দেশপ্রেম ও সাহসের পরিচয় দিতে পারবেন।
৬. প্রজাদের প্রতি সিরাজ -উ-দ্দৌলার ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
৭. সিরাজ-উ-দ্দৌলার দেশপ্রেমের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রজাদের প্রতি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার গভীর ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রজাদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর সভাসদ এবঙ কোম্পানীর প্রতিনিধি মি. ওয়াট্‌সের মনোভাব লিপিবদ্ধ করতে পারবেন এবং
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার সভাসদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নকীব – তুর্যবাদক। ঘোষক। **সিপাহসালার** – সেনাপতি। সৈন্যাধক্ষ।	**দ্বিতীয় অংক॥ প্রথম দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ। স্থান ঃ নবাবের দরবার। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে নকীব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মীরজাফর,

ডুকরে – ফুঁপিয়ে কাঁদা।
জালিম – অত্যাচারী, শোষক।
পোয়াতি – সন্তানসম্ভবা।
অনাচার – বিশৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতিহীনতা, যথেচ্ছাচার।
কৈফিয়ত – জবাবদিহি, নিজ দোষের কারণ প্রদর্শন।
ইজারাদার – কর বা খাজনা আছে এমন জমির ইজারা নেয় যে।
ঠিয়ালদের – কোম্পানীর প্রতিনিধি, যারা কুঠিতে বাস করেন।
প্রশ্রয় – আশকারা, লাই, আদর।
তারিফ – প্রশংসা।
বরখাস্ত –অপসারণএয়দখানা – বন্দিশালা, কারাগার।
সম্প্রীতি – সুসম্পর্ক, ভালো সম্পর্ক।
উঠকণ্ঠিত – চিন্তিত।
খেলাপ – অমান্য।
কুর্নিশ – সালাম, অভিবাদন।
গুপ্তচর – গোয়েন্দ, গোপনে যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ করে।
নতজানু – আত্মমর্পণ।
আজ্ঞাবহ – যে আজ্ঞা বা আদেশ পালন করে।

জগৎশেঠ,রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী ওয়াট্‌স, মোহনলাল।]
(দরবারে উপস্থিত মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌স। মোহনলাল, মীরমদন, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দন্ডায়মান। নকীবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হ'ল)।

নকীব॥ নবাব মনসুর-উল-মুলক সিরাজ-উ-দ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মীর্জা মুহম্মদ হয়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশে'দ।
(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।

সিরাজ॥ (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরী বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ॥ বে-আদবী মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরী বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-

সিরাজ॥ গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্ন সঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্ততঃ নবাব আলিবর্দীর অনুরাগ জনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মীরজাফর॥ জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ॥ আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ॥ আপনার অপরাধ।

সিরাজ॥ পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজী? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

রায়দুর্লভ॥ একি! এর এই অবস্থা কে করলে?(তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ॥ তরবারি কোষবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বলশাসন।

উৎপীড়িত॥ আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।

মীরজাফর॥ আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছিনে জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত॥ লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। (ক্রন্দন)

সিরাজ॥ (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত॥ লবণ বিক্রি করি নি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষন্ডা ষন্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে ওহ হো হো (কান্না)- আমি দেখতে চাই নি। কিন্তু চোখ বুজলেই

ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুর কাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল)

সিরাজ॥ (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াট্‌সের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াট্‌স!

ওয়াট্‌স॥ (ভয়ে বিবর্ণ) Your Excellency.

সিরাজ॥ আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী? How can I know that your Excellency? আমি কি করে জানব?

সিরাজ॥ তুমি কি করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছো? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতকগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াট্‌স॥ আপনি আমায় অপমান করছেন Your Excellency. দেশের কোথায় কি হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কি করে? আমি ত আপনার দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি।

সিরাজ॥ তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছো? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃংখলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্য তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পার নি। কৈফিয়ৎ দাও, আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াট্‌স॥ আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

সিরাজ॥ ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য করো বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকারও তোমরা পাওনি।
(সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)
এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরী যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারী হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

মীরজাফর॥ এ তো ডাকাতি।

সিরাজ॥ আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানীকে লবণের ইজারাদারী দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারী দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজী, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কিনা? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।
(প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)

রাজবল্লভ॥ জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও

চলত।

জগৎশেঠ॥ নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই-

সিরাজ॥ আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান এই তো?

মীরজাফর॥ এ-কথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

সিরাজ॥ বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা বিধেয় তাও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল।
(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

সিরাজ॥ (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌখিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মীরজাফর॥ আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

সিরাজ॥ ওই একটি পথ সিপাহসালার- দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কিনা?

রাজবল্লভ॥ জাঁহাপনার উদ্দেশ্য আরষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াট্স এবং ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখুনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে।

মীরজাফর॥ জাঁহাপনা আমাদের হুকুম করুন।

সিরাজ॥ আমি অন্তহীন সন্দেহ বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মীরজাফর॥ দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ॥ আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনও তুচ্ছ করবেন না।
(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরীফ দিল। সিরাজ দু'হাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর

মীরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মীরজাফর নতজানু হয়ে দু'হাতে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)

মীরজাফর॥ আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরীফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল এর পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন)।

রাজবল্লভ॥ আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রায়দুর্লভ॥ ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ॥ রামজীকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)

সিরাজ॥ (ওয়াট্সকে) ওয়াসট্স।

ওয়াট্স॥ Your Excellency.

সিরাজ॥ আলীনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছো। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াট্সকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেঈমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দনগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্যভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াট্স॥ Your Excellency.

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

বস্তু সংক্ষেপ

মুরশিদাবাদের নবারের শাহী দরবারে সভাসদদের নিয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা বসে আছে। সমাজের বিরুদ্ধে সভাসদ এবং কোম্পানীর ষড়যন্ত্রের কথা নবাব জানতে পেরেছেন। তাই একটা মীমাংসা করার জন্য তিনি সভা ডেকেছেন। তিনি অত্যাচারী এবং ষড়যন্ত্রীদের শাস্তি দিতে চান। কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্সের বিরুদ্ধেও ন্যাব অতিরিক্ত কর আদায় এবং অত্যাচারের অভিযোগ এনেছেন। প্রকাশ্য দরবারে সভাসদ ও কোম্পানীর প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে সকলেই খুব ক্ষিপ্ত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেও উপরে উপরে তারা নবাবের অনুগত আছে বলেই মত প্রকাশ করলো। সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাদের প্রকৃত মনোভাব বুঝতে না পেরেই সভা সমাপ্ত করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নিজেকে নিজেই অভিযুক্ত করেছেন কেন?
২. কুঠির সাহেবরা জনৈক প্রজাকে কীভাবে অত্যাচার করেছে?
৩. জালিমদের বিরুদ্ধে নবাবের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?
৪. কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সকে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন?
৫. সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াটস্ সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে কেন ক্ষিপ্ত হলেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নিজেকে নিজেই অভিযুক্ত করেছেন কেন?

উত্তর ॥ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা প্রজাবৎসল দয়ালু শাসক। প্রজাদের কীভাবে সুখ ও শান্তি হয়, এই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। প্রজাদের উপর তিনি কখনোই নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারতেন না। অথচ তাঁর রাজ্যের প্রজারাই আজ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের তাতে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অতিরিক্ত কর প্রদান করে তারা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। শাসক হয়েও কুঠিয়ালদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা ররতে পারেননি বলে, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌরা নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করে বলেছেন- "আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।" এই বলে নবাব নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সকে সিরজজ-উ-দ্দৌলা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন?

উত্তর ॥ কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সকে সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ ও অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। জনৈক প্রজা অল্প মূল্যে কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছে লবণ বিক্রি করেনি বলে কোম্পানীর লোকজন তার বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, পাঁচছয় জনে মিলে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার এই বিবরণ শুনে নবাব সভা ডেকে কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সের কাছে তাঁর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ওয়াট্‌সকে উদ্দেশ্য করে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন- "…. এদেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ত দাও, আমার নিপীত প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন? … ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকারও তোমরা পাওনি।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।
২. আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।
৩. আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাদের জন্য বিচারপ্রার্থী।

৪. অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌখিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।
৫. শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোদ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।
৬. দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

উত্তর

আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্য থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে প্রজাবৎসল নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার চিত্তলোকে প্রজাদের জন্য গভীর ভালোবাসার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে।
সিরাজ-উ-দ্দৌলা গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছেন, কোম্পানীর প্রতিনিধিরা তাঁর প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করছে। জনৈক প্রজা অল্প মূল্যে কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছে লবণ বিক্রি করেনি বলে কোম্পানীর লোকজন তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, পাঁচ ছয় জনে মিলে তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এ-কথা জেনে সিরাজ-উ-দ্দৌলা খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কোম্পানীর প্রতিনিধিকে ডেকে তিনি তার অভিযোগের কথা জানিয়েছেন। তিনি প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা তার প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছে, সেইসব জালিমের বিরুদ্ধে তার প্রজারা যেন অধিকতর নিষ্ঠরতা ও জালিমের পরিচয় দেয়। এই সংলাপের মাধ্যমে প্রজাদের প্রতি নবাবের গভীর ভালোবাসর কথা সঞ্চারিত হয়েছে।

শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

আলোচন্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্য থেকে উৎকলিত হয়েছে। এই সংলাপের মাধ্যমে দেশের প্রতি সিরাজ-উ-দ্দৌলার গভীর ভালোবাসা এবং একই সঙ্গে তাঁর চরম অসহায়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে।
সিরাজ-উ-দ্দৌলা গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, সভাসদ এবং কোম্পানীর লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রেলিপ্ত। প্রজাদের উপর কোম্পানীর লোকদের অত্যাচার দিন দিনই বেড়ে চলেচে। কর ও রাজস্ব আদায়ের নামে তাদের অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অথচা তাঁর সভাসদেরা, তাঁর সহকর্মীরা এ বিষয়ে কিছুই বলছে না, প্রজাদের স্বার্থ নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই। সিরাজ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর সভাসদেরা ক্রমশই তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এই অবস্থায় প্রজাদের রক্ষা করা এবং কোম্পানীর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি সভাসদদের কাছ থেকে সত্যিকার প্রতিশ্রুতি কামনা করেছেন, যাতে তারা সংগ্রামের সময় নবাবের পাশে থাকেন। সিরাজ কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত না করার জন্যেও সবার কাছে আকুল প্রার্থনা করেচেন। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে গভীরতর অর্থে তাঁর প্রজাবাৎসসেল্যর কথাই প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে তার সভাসদদের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য মীরজাফরের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মীর জাফরের উচ্চাশার কথা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ

অগ্নিগিরি – আগুনের পর্বত।
বিদ্বেষ – হিংসা।
কেয়ামত – ইসলাম ধর্মমতে প্রলয়ের দিন, প্রলয়, ধ্বংস।
বিনাশ – ধ্বংস।
অশ্বারোহী – ঘোড়ার পিঠে চরে যুদ্ধ করে যে সৈনিক।
কর্মপন্থা – কাজ করার প্রক্রিয়া ও পথ।
খোলাসা করা – পরিষ্কার করা, সব কিছু খুলে বলা।
দেউড়ী – বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার, সদর দরজা।
আলবৎ – অবশ্য, নিশ্চয়।
গর্দান – স্কন্ধ, ঘাড়, গলা।
কন্দকাটা – গলা কাটা।
শাঁশচুন্নী – এক প্রকার ফুতের নাম।
বেনিয়ার জাত – ব্যবসায়ী জাত। ব্যবসা করাই যাদের জাতিগত পরিচয়।
তহবিল – সিংহাসন।
অবনত – নীচু।

দ্বিতীয় অংক॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় ১৭৫৭ সাল, ১৯শে মে। স্থান ঃ মীরজাফরের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল জুহালা, প্রহরী]

(মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ॥ সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মীরজাফর॥ না শেঠজী, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মত প্রচন্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি । বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবোই।

রাজবল্লভ॥ প্রকাশ্য দরবারে এতবড় অপমানের কথা আমি কল্পনাও করিনি।

মীরজাফর॥ শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে নি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মত সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ॥ সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মীরজাফর॥ এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের স্বস্তি দেবেনা।

জগৎশেঠ॥ তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দী করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে ত'কথাই নেই।

রাজবল্লভ॥ আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইবের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করে নি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিন্ত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ॥ তার প্রমাণও ত' রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে ত' ছাড়ল না। তাকে ত' কয়েদখানায় যেতে হল। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মীরজাফর॥ আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজী।

রাজবল্লভ॥ আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা' হলে সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য যদি দশ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তা হলে জগৎশেঠের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ॥ ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতয়ি সম্পত্তি বিক্রি করেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাইতো

	ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন সম্পদ রক্ষার জন্যে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।
মীরজাফর॥	কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।
রাজবল্লভ॥	আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।
মীরজাফর॥	আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি নে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।
জগৎশেঠ॥	আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই।
রায়দুর্লভ॥	এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?
	(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)
নেপথ্যে॥	ওরে বাবা কতবার করে দেখাতে হবে? দেউড়ী থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশ বার দেখিয়েছি। এই দেখো বাবা, আর একটিবার দেখো। হলো তো?
	(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকলেন)
	কি গেরোরে বাবা।
মীরজাফর॥	কি হয়েছে?
রাইস॥	সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরী করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা
মীরজাফর॥	(সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?
রাইস॥	আলবৎ হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্ণিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?
মীরজাফর॥	(প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক। খবর কি তাই বলো।
রাইস॥	প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত।
রাজবল্লভ॥	(বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছো রাইস মিয়া।
রাইস॥	(ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি ত তলোয়ারের ঝাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবে এই দেখুন। (পকেট থেকে দ্বিখন্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাবো বলে মূলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দু'খন্ড।
জগৎশেঠ॥	এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?
রাইস॥	গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজীর চিঠি নিয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মত গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো আর ইউ এ ৲রাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়

তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর এ কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? ছিঁটকে চোর থেকে আরম্ভ করে হাড়ি চোর, শাড়ি চোর, গামছা চোর, বদনা চোর, জুতো চোর, গরু চোর, সিঁদেল চোর, কাফন চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসেব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর? আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করে হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, (মৃদুহাসি) একটু ইংরেজিও ত জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহঙ্কার করব না হুকুর, লাফটা যা দিয়েছিলোম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটেছে মূলোর মাথাটা।

মীরজাফর॥ কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস॥ হুজুর।

মীরজাফর॥ এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস॥ উমিচাঁদজীর কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মীরজাফর॥ (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস॥ অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব। ভূত

মীরজাফর॥ কারো নাম জানো না?

রাইস॥ সব তো বিদেশী নাম। এদেশী হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত, বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলো বলতে পারতাম শাঁকচুন্নী, উলকামুখী, আঁষটেপেত্নী, কানি পিশাচী এইসব আর কি।

জগৎশেঠ॥ রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস॥ রাত-বেরাতে চলাফেরা করি, ভূত-পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।

(চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মীরজাফরের হাতে এলো।)

মীরজাফর॥ একে তা হলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ॥ চিঠির জবাব দেবেন না?

মীরজাফর॥ চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওঁৎ পেতে বসে আছে।

জগৎশেঠ॥ তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস॥ সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ॥ কিছু মনে কোরো না। তোমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করি নি।

মীরজাফর॥ তুমি তাহলে এখন এসো। উমিচাঁদজীকে আমার এই সাঙ্কেতিক মোহরটা দিও। তা'হলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে

		বল, দু'নম্বর জায়গায় আগামী মাসরে ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।
	রাইস॥	হুজুর! (সাঙ্কেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)
	মীরজাফর॥	কত কিছুই হ'তে পারে শেঠজী। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মীর মুন্সী আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানীর কাছে তাতেই ত'ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুনত'কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মীর মুন্সী।
	জগৎশেঠ॥	তা ত' বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।
	মীরজাফর॥	প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কিনা?
	রাজবল্লভ॥	তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজ-উ-দ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।
	জগৎশেঠ॥	অবশ্য টাকা ছাড়া কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।
	রাজবল্লভ॥	সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কিনা তা'ত বুঝতে পারছিনে। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবী দু'কোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজ-উ-দ্দৌলার তহবিল থেকে কোন ক্রমেই পাওয়া যাবে না।
	মীরজাফর॥	আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ওকথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবী মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দীর আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

বস্তুসংক্ষেপ

সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিকে সভায় ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য সকলেই নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মীরজাফরের বাড়িতে গোপনে মন্ত্রণাসভা বসেছে। সকলের চিন্তা একই – এই মুহূর্তেই সিরাজকে গদিচ্যুত করতে হবে। সকলের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও শতকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাবের কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হওয়ায় তারা শওকতজঙ্গকে কাজে লাগাতে চাইলো, তাহলে নবাব দ্রুত সন্দেহ করতে পারবেন না। নবাবকে গদিচ্যুত করার জন্যে মীরজাফর ইংরেজদের সহযোগিতাও প্রার্থনা করলেন। তার মনে শুধু একটাই বাসনা সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সরিয়ে যদি একবারের জন্য বাংলার মসনদে বসে পারতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সিরাজের বিরুদ্ধে তার সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্ষিপ্ত হলো কেন?
২. সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের পরিচয় দাও।
৩. মীরজাফরের একান্ত ইচ্ছা কি ছিল?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ সিরাজের বিরুদ্ধে তার সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্ষিপ্ত হলো কেন?

উত্তর ॥ প্রজাদের উপর কোম্পানীর প্রতনিধিরা নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে এ-সংবাদ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা জেনেছেন। তাই তিনি সভা ডেকে প্রকাশ্যে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি প্রজাদেরও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রকাশ্য সভায় কোম্পানীর প্রতিনিধি মি. ওয়াট্‌সের বিরুদ্ধেও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ সব কারণে নবাবের সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি নবাবের উপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। মীরজাফরের সংলাপেই তাদের এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মীরজাফর বলেছে

> না শেঠজী, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনের ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি।
২. এখন আমি ভাবছি, ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কিনা?
৩. একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

উত্তর

অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্‌দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ শীর্ষক নাটক থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে মীরজাফর এই সংলাপ উচ্চারণ করেছেন।
প্রজাদের উপর কোম্পানীর প্রতিনিধিরা নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা এ সংবাদ জানতে পেরেছেন। প্রজারাও তাঁর কাছে এসে সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রজাদের রক্ষা করার জন্যে সভা ডেকে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি প্রজাদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকাশ্য সভায় কোম্পানীর প্রতিনিধি মি. ওয়াট্‌সের বিরুদ্ধেও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ-সব কারনে মীরজাফরসহ নবাবের অধিকাংশ সভাসদ ক্ষিপ্ত

হয়েছেন। তারা একজোট হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেলিপ্ত হয়েছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, যে করেই হোক, সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা। মীরজাফরের সংলাপে তাদের সে ষড়যন্ত্রের কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সংলাপের মাধ্যমে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে গদিচ্যুত করে বাংলার মসনদে বসার জন্যে মীর জাফরের গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পেয়েছে।
নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে মীর জাফর এবং তার মিত্রদের মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্রচলছে। তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। গুপ্তচরের মাধ্যমে এ সংবাদ জেনে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সকলকে প্রকাশ্য সভায় সতর্ক করে দিয়েছেন। ফলে এরা নবাবের বিরুদ্ধে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এই অবস্থাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে মীর জাফর। নিজের বাসভবনে সকলকে ডেকে তিনি তার মনোভাবের কথা জ্ঞান করেছেন। সকলেই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে একমত হয়েছে। এ অবস্থায় মীর জাফরের চিত্তলোকে বেজে উঠেছে তার গোপন অভিলাষের কথা- যদি একদিন, মাত্র একদিনের জন্যেও বাংলার মসনদে বসতে পারতাম! দেশপ্রেম নয়, বরং সিংহাসন প্রেমই যে মীর জাফরের কাছে মুখ্য বিষয়, এ সংলাপের মাধ্যমে সে কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভোগবিলাসী মীরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারবেন।
- রায়দুর্লভ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মীরনের আবাসগৃহে সমবেত ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের পারিষদবর্গের গোপন বৈঠকের পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রবার্ট ক্লাইভ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মীরন – পরলোকগত নবাব আলীবর্দী খাঁর ভগ্নিপতি ও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরন। ইনিও তার পিতার মতই ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী ও নিষ্ঠুর। ভোগবিলাসে মত্ত ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন মীরন।	**দ্বিতীয় অংক॥ তৃতীয় দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন। স্থান মীরনের আবাস। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে নর্তকীগণ, বাদকগণ, মীরন পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, ওয়াট্স, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।] (ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মীরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মীরণের উল্লাসধ্বনি।] মীরন ॥ সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। (নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মীরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিলো মীরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত

হল মীরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মীরণের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)

মীরন ॥ সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবি নি। (নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

রায়দুর্লভ ॥ আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।

মীরন ॥ তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখুনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরী। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।

রায়দুর্লভ ॥ দু'দন্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হ'ত। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।

মীরন ॥ আমার এখানে না করে উপায় কি? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালবাসি।

রায়দুর্লভ ॥ কে কে আসছেন এখানে।

মীরন ॥ প্রয়োজনীয় সবাই। তা ছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আসবেন কোম্পানীর প্রতিনিধি কেউ একজন।

রায়দুর্লভ ॥ কোম্পানীর প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

মীরন ॥ তিনি আসবেন কাশিম বাজার থেকে।

রায়দুর্লভ ॥ সে যা হোক আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কি কাজে তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগে ভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হল জানবার জন্যে।

মীরন ॥ আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একবারে নির্দিষ্ট।

রায়দুর্লভ ॥ আমার দাবীও তাই। তবে আর একটা কথা। চারদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোন আশা নেই, তা হলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?

মীরন ॥ (ঈষৎ বিস্মিত) কি ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ ॥ আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে। (পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা ॥ মেহমান।

রায়দুর্লভ ॥ আমি সরে পড়ি।

মীরন ॥ বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ ॥ না আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু

মীরজাফরের পক্ষে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন তিনি। তারই উদ্যোগ ও নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নিষ্ঠুরভাবে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে হত্যা করে। অকালে বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হয়।

রবার্ট ক্লাইভ, কর্নেল – মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন রবার্ট ক্লাইভ। সামান্য চাকুরীর ছকবাঁধা জীবনে হতাশগ্রস্ত ক্লাইভ আত্মহত্যার চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের যুদ্ধে ক্লাইভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর মারাঠা জলসদ্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে তিনি কর্নেল উপাধি লাভ করেন। পলাশী যুদ্ধের শেষে ইনি নবাবের দখল করা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। তারই ষড়যন্ত্রেপলাশীর যুদ্ধ এক প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। ইনি নবাবের প্রদান সেনাপতি এবং প্রধান প্রধান অমাত্যকে প্রলুব্ধ করে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনে রাজি করান। ফলে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের পূর্ব পরিকল্পিত উদাসীনতা ও অপারগতার কারণে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা পতন হয় এবং বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান ঘটে।

ফরাস – মেঝেতে পাতবার জন্য কাপড়ের আস্তরণ।

তাকিয়া – ঠেসান দেবার উপযোগী মোটা বালিকা।

জানালা – নারী, অন্তঃপুরাাসিনী বা পর্দানশীল নারী।

সওয়ারী – যানবাহনে আরোহী।

কমবখৎ – হতভাগ্য।

খাজাঞ্চি – কোষাধ্যক্ষ,

ফরমান – আদেশ।

খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ।

দেওয়ান – রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী।

(প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মীরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। কামরায় ঢুকলেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর। মীরন সমাদর করে তাদের বসালো।)

মীরন ॥ একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবীর কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ ॥ তাঁকে প্রধান সেনাপতি পদ দিতে হবে এইত?

রাজবল্লভ ॥ ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবীই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈকি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা ॥ জানানা সওয়ারী।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মীরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মীরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)

মীরন ॥ ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ ॥ (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এসো। আত্মীয়রাই কেউ হবেন হয়ত।

(সুযোগটুকু পেয়ে মীরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসংগের অবতারণা করলেন)

জগৎশেঠ ॥ আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তা' আর কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

মীরজাফর ॥ (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেয়েছেন) আরে বাপরে, একবারে কাল কেউটে। তার দাবীই ত সকলের আগে। তানা হলে দন্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে। (দু'জন মহিলা সহ উল্লসিত মীরন কামরায় ঢুকলো)

মীরন ॥ এঁরাই জানানা সওয়ারী।

(রমনীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াট্‌স এবং ক্লাইভ মীরন বেরিয়ে গেল)

ওয়াট্‌স ॥ Sorry to disappoint you gentlemen. ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মীরজাফর ॥ (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ ॥ Are you surprised অবাক হলেন।

মীরজাফর ॥ অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এ ভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ ॥ বিপদ? কার বিপদ জাফর আলী খান? আপনার না আমার?

মীরজাফর ॥ দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ ॥ আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ ॥ নবাবের গুপ্তচরের হাতে ত' পড়োনি?

ক্লাইভ ॥ নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

	রাজবল্লভ ॥	কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছো। তোমাকে বস্তাবন্দী হুলো বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দু'চারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?
	ক্লাইভ ॥	I do not understand your Hulo business. But am sure Nabab can cuse no hmrm to us.
	জগৎশেঠ ॥	ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েচো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয়। এরি ভেতরে।
	ক্লাইভ ॥	দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা'ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমারই তার ফলাফল দেখবে।
	রাজবল্লভ ॥	সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?
	ক্লাইভ ॥	এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।
	রাজবল্লভ ॥	আমরা?
	ক্লাইভ ॥	Why not? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-
	মীরজাফর ॥	এই সব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

বস্তুসংক্ষেপ

বাংলার নবাবের বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরনের বাসগৃহে আয়োজন করা হয়েছে নবাব বিরোধী এক গোপন বৈঠকের। দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত মীরন বৈঠকের পূর্বে নিজগৃহে সুরামত্ত অবস্থায় নর্তকীর নৃত্য উপভোগ করছেন। এ সময়ে, বৈঠকের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই, সেনাপতি রায়দুলৃভ ছদ্মনামে এসে উপস্থিত হন মীরনের জলসাঘরে। তিনি মীরনের কাছে জানতে চান জরুরি গোপন বৈঠক আয়োজনের কারণ। বৈঠকে কে কে আসছেন সে বিষয়েও জানতে চান রায়দুর্লভ। উত্তরে মীরন জানান যে প্রয়োজনীয় সবাই উপস্থিত থাকবেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি।

নবাব যে কোন সময় রায়দুর্লভকে তলব করতে পারেন এই আশঙ্কায় বেশিক্ষণ থাকার অবকাশ নেই তার। সিরাজের সন্দেহকে ভয় করেন রায়দুর্লভ, তবু তিনি এখানে এসেছেন তার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানার জন্য। উচ্চাভিলাষী রায়দুর্লভের একান্ত অভিলাষ- নবাবের পতনের পর তিনি হবেন নতুন নবাবের প্রধান সেনাপতি। মীরন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন তাকে। এ সময়ে আমন্ত্রিত অন্য সদস্যরা এসে পড়লে আতঙ্কগ্রস্ত রায়দুলৃভ দ্রুত পালিয়ে যান ঘটনাস্থান থেকে। এরপর একে একে মীরনের কামরায় প্রবেশ করেন রাজবলল্লভ, জগৎশেঠ ও মীরজাফর। মীরন প্রথমেই তাদেরকে রায়দুর্লভ-এর আগমন ও প্রস্থানের খবরটি পরিবেশন করেন। তার উচ্চভিষাষের প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলেন জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ। মীরজাফর কেবল রায়দুর্লভ নন, সকলের সকল দাবি মানতে হবে বলে অভিমত দেন। তাদের এই আলাপচারিতার মধ্যে অন্তঃপরবাসিনী নারীর ছদ্মবেশে সভাস্থলে উপস্থিত হন কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্স ও রবার্ট ক্লাইভ। নবাবের বিশ্বাসঘাতক পরিষদবর্গ তখন উমিচাঁদের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। ওয়াট্স্ ছদ্মবেশে ত্যাগ করে প্রথমেই কর্নেল ক্লাইভকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নবাবের বিশ্বাসঘাতক পরিষদবর্গ। মীরজাফর এবং জগৎশেঠ ঝুঁকি গ্রহণ করে রবার্ট ক্লাইভের এভাবে বৈঠকে উপস্থিত হওয়াকে 'বিপজ্জনাক' আখ্যায়িত করলে, অহঙ্কারী ও ধূর্ত ক্লাইভে ারষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, নবাবকে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ক্লাইভের ক্ষতি করতে পারেন কেবল তাঁর বিশ্বাসঘাতক পরিষদ বর্গই। নবাব

ক্ষমতাহীন; কেননা তাঁর প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, খাজাঞ্চি দেওয়ান ওমরাহ প্রতারক। নবাবের পতন যারা নিশ্চিত করে তুলছেন, তারাই ইংরাজদের পথে বসাবেন না, এর নিশ্চয়তা কোথায়।
তর্ক বিতর্কের এ পর্যায়ে মীরজাফর যে এ সব অপ্রিয় বিষয়ে আলোচনার জন্য সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন কীনা।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মীরন কে? তার স্বভাবের পরিচয় দিন।
২. রায়দুর্লভ কী উচ্চভিলাষ পোষণ করেন?
৩. 'আরে বাপরে, একেবারে কাল কেউটে।' -সংলাপটি কার? কাকে উপলক্ষ করে কথাটি বলা হয়েছে?
৪. 'নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' - ক্লাইভের এ আত্মবিশ্বাসের কারণ কী?
৫. দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে'। -কোন্ প্রসঙ্গে ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চরণ করেছেন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'আরে বাপরে, একেবারে কাল কেউটে।' -সংলাপটি কার? কাকে উপলক্ষ করে কথাটি বলা হয়েছে?

উত্তর ॥ বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের সংলাপ এটি। জগৎশেঠ-এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উমিচাঁদ প্রসঙ্গে 'কাল কেউটে' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন মীরজাফর।
শিখ বংশোদ্ভূত উমিচাঁদ ছিলেন লাহোরের অধিবাসী, কলকাতায় এসে তিনি দালালি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং মালিক হয়ে ছিলেন প্রভূত ধন-সম্পত্তির। কোটিপতি উমিচাঁদ কুশীদজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ; ধূর্তামিও অর্থলোলুপতাই তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঘন ঘন পক্ষ পরিবর্তন করে বিনা আয়েশে বাংলার নবাব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই উভয়পক্ষ থেকেই প্রচুর অর্থবিত্ত কামাই করেন তিনি। পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় হমড়ায় তার ছিলো এক বিশেষ ভূমিকা। উমিচাঁদের ধূর্ত স্বভাব ও অর্থলোলুপতার প্রতি ইঙ্গিত করেই মীরজাফর কাল-কেউটে অভিধায় অভিহিত করেছেন উমিচাঁদকে। তবে তার এ-সংলাপটি প্রচন্ড বিদ্রূপ হয়েই পুনরাঘাত করেছে মীরজাফরকে। তিনি যে কাল-কেউটে চেয়েও কুটিলতর- বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসই তার সাক্ষ্যবহ।

প্রশ্ন ঃ 'নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' - ক্লাইভের এ আত্মবিশ্বাসের কারণ কী?

উত্তর ॥ সতেরো বছর বয়সে ভারতবর্ষে আগত রবার্ট ক্লাইভ ফরাসি এবং মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সঞ্চয় করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা। সম্মুখ যুদ্ধের চেয়ে নেপথ্য যুদ্ধ যে অনেক কার্যকর ধূর্ত ক্লাইভ তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করলে। আসন্ন পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাঁর পরিষদবর্গের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছেন। তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্রিটিশদের অবস্থান তাই অত্যন্ত সুবিধাজনক। এজন্যেই উৎকণ্ঠে রবার্ট ক্লাইভ ঘোষণা করতে পারেন। নিজের নির্ভয়ের কতা। তিনি জানেন পারিষদবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব শক্তিশূণ্য ও অবলম্বনহীন। এ কারণেই, নবাব নয়, বরঞ্চ নবাবের পারিষদবর্গই ক্লাইভের দুশ্চিন্তার বিষয়। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবকে ডোবাতে পারেন, তাদের প্রতি নিশ্চিন্ত আস্থা পোষণ করা যায় না- কর্ণেল ক্লাইভের এই ধারণা।

প্রশ্ন ঃ দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে'। -কোন্ প্রসঙ্গে ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চরণ করেছেন।

উত্তর ॥ নবাব প্রসঙ্গে ক্লাইভের ভয়শন্যতার প্রতি রাজা রাজবল্লভ সংশয় প্রকাশ করলে রবার্ট ক্লাইভ আত্মবিশ্বাসীর দৃঢ়তায় সংলাপটি উচ্চরণ করেন। রাজবল্লভ ক্লাইভকে বলেছিলেন যে নবাবের কড়া প্রহরাধীন স্থানে তিনি একা এসেছেন, বস্তাবন্দি হুলো বেড়ালের মতো পানা পুকুরে ডুবিয়ে মারতে প্রহরীরাই যথেষ্ট, এজন্য বাদশাহ্‌র ফরমান সংগ্রহের আবশ্যক হবে না।

কূটকৌশলী যোদ্ধা ক্লাইভকে জগৎশেঠ স্মরণ করিয়ে দেন কলকাতায় তাদের নাকাল হওয়ার কথা। অতি অল্প দিনে ঐ তিক্ত স্মৃতি ভোলার কতা নয় ক্লাইভের। ক্লাইভ ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, নিবৃত্ত করেছেন মারাঠা দস্যুদের। ক্লাইভ তাই দমার পাত্র নন। তিনি ারষ্টতই জানিয়ে দেন যে- ক্লাইভের সঙ্গে নবাব পক্ষের যুদ্ধ এখনও সংঘটিত হয়নি। যুদ্ধ সংঘটিত বলেই ক্লাইভের শক্তিমত্তা বিচার করা যাবে। যুদ্ধের ফলাফল থেকেই তার যোগ্যতা নিরূপণ করা যাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।
২. কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।
৩. যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।
৪. আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?

কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।

আলোচ্য সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। মীরজাফর পুত্র মীরনের মন্তব্যের জবাবে রায়দুর্লভ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। উদ্ধৃত সংলাপে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার রায়দুর্লভ-এর সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

নবাব আলীবর্দী খাঁর বিশ্বাসভাজন অমাত্য রাজা জানকীরামের পুত্র রায়দুর্ভভ। আলীবর্দী খাঁর স্নেহভাজন রায়দুর্লভ বাংলার নবাবের সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বহাল ছিলেন। কিন্তু নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে তার আর পদোন্নতি হয়নি। ফলে তিনি নবাবের বিরুদ্ধাচরণে সামিল হন এবং সিরাজের বিশ্বাসঘাতক পারিষদবর্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। আলোচ্য দৃশ্যে রায়দুর্লভ নির্ধারিত বৈঠকের পূর্বেই মীরজাফর পুত্র মীরনের কাছে এসেছেন সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে। রায়দুর্লভ অত্যন্ত উচ্চভিলাষী। নবাব সিরাজের পতন বলে বাংলার নতুন নবাবের প্রধান

সেনাপতির পদটি তার কাঙ্ক্ষিত। এ উদ্দেশ্যেই তিনি নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু চারদিকে বিস্তৃত ষড়যন্ত্রআর অবিশ্বাসের পাঁকে রায়দুর্লভ দ্বিধাগ্রস্ত, কিছুটা আতঙ্কিতও বটে। এজন্যেই গোপনে সর্বাগ্রে তিনি দাবি নিয়ে এসেছেন মীরনের কাছে। আবার দাবি পেশ মাত্র সর্বাগ্রে ঘটনাস্থান থেকে পলায়নও করেছেন তিনি। ভীরু অথচ লোভী ষড়যন্ত্রকারীর যোগ্য দৃষ্টান্ত রায়দুর্লভ চরিত্র। ভয় ও লোভের দ্বন্দ্বে তার সাময়িক দ্বিধান্বিত মানসতা নাট্য-চরিত্র হিসেবে তাকে উজ্জ্বলতা দিয়েছে।

আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?

উদ্ধৃত সংলাপটি কবি ও নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে গৃহীত হয়েছে। রাজবল্লভের জিজ্ঞাসার উত্তরে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ বর্তমান সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।
রবার্ট ক্লাইভ জানতেন যে নিজ অমাত্যবৃদ্ধ ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেওয়ায় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতা শণ্য ও শক্তিহীন। কাজেই নবাবকে তার ভয় নেই। যে নবাবের প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। খাজাঞ্চি দেওয়ান আমির ওমরাহ প্রতারক ধূর্ত ক্লাইভের কাছে সে নবাব নির্ভয়। কাজেই নবাব সিরাজ ক্লাইভ কিংবা কোম্পানীর ক্ষতি করতে পারবেন না, বরঞ্চ বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গই সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। আলোচ্য অংশে ক্লাইভ এই মনোভাব অকপটে সরাসরি প্রকাশ করলে রায়বল্লভের বিস্ময়সূচক সিজ্ঞাসার জবাবে রবার্ট ক্লাইভ উদ্ধৃত সংলাপে তার বক্তব্য পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। ক্লাইভের মতে অনুগ্রহভাজন পারিষদবর্গ যারা আজ বাংলার নবাবের পতন আসন্ন করে তুলছেন, সময়ে তারাই যে কোম্পানীর লোকদের পতে বসাতে পিছপা হবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? ধূর্ত ক্লাইভ তাই নবাবের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে হাত মেলালেও, তাদেরকে পূর্ণ আস্থায় গ্রহণ করেননি। পলাশীর যুদ্ধোত্তর কালে পুতুল নবাবের সঙ্গে আচরণে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হবে ক্লাইভের সংলাপে তাই যেন আভাসিত হয়েছে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মীরনের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত নবাব বিরোধীদের ষড়যন্ত্রবৈঠকের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উমিচাঁদ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন।
- রবার্ট ক্লাইভের ধূর্ততার পরিচয় দিতে পারবেন।
- ক্ষমতালিপ্স মীরজাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- অসমসাহসী মোহনলালের তৎপরতার পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ	
Compensate – ক্ষতিপূরণ করা। **scoundrel**– বদমাশ, দুর্বৃত্ত। **ধড়িবাজ** – ধূর্ত; ফন্দিবাজ; প্রতারক। **scoundrel** – উল্লেখ। উইট্‌নেস (Witness)–	ক্লাইভ ॥	Sorry Mr. Jafar Ali Khan. হ্যাঁ একটা জরুরী কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা attack এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা compensate করতে চেয়েছেন। Scoundrel টা আবার এক নতুন offer নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।
	মীরজাফর ॥	আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।

সাক্ষী; প্রত্যক্ষদর্শী।

এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন – এ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন। ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনী প্রধান ওয়াট্‌সন ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজকীয়। নৌবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল। সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখলের পর পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে ওয়াটসন কলকাতা পৌঁছান এবং ক্লাইভের বাহিনীর সঙ্গে যোগদেন। ধূর্ত ক্লাইভের তুলনায় ওয়াসন ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। নাটকে উমিচাঁদকে অর্থ ফাঁকি দেয়ার জন্য যে জাল দলিল প্রস্তুতের প্রসঙ্গ আছে, সেই জাল দলিলে ওয়াটসন স্বাক্ষরদান করেননি। ক্লাইভে লুমিংটনকে নিয়ে ওয়াটসনের স্বাক্ষর নকল করান। ওয়াটসন পলাশী যুদ্ধের পর দু'মাস যেতে না যেতেই রোগভোগে মৃত্যুবরণ করেন। সেন্ট জোনা গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

Privilege secure – বিশেষাধিকার সুক্রিশ্চিতকরণ।

ক্লাইভ ॥ এবং তাকে অত টাকা দেবার মত পজিশান আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেব না। কেন দেব? Why? Thirty lacs of rupees is no joke.

রাজবল্লভ ॥ কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্রকরতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।

ক্লাইভ ॥ Don`t worry Raja। উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। But Clive is no less আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।

মীরজাফর ॥ কি রকম?

ক্লাইভ ॥ দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোন reference থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে, নবাব হেরে গেলে কোম্পানী উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।

রাজবল্লভ ॥ কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?

ক্লাইভ ॥ আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকী থাকেবে না যে আপনারাই তা জানিয়েছেন।

জগৎশেঠ ॥ আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

মীরজাফর ॥ দলিল সই করবে কে?

ক্লাইভ ॥ কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইট্‌নেস। নকল দলিলটায় এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজী হন নি।

মীরজাফর ॥ উমিচাঁদ মানবে কেন তা হলে?

ক্লাইভ ॥ সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াট্‌সনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

জগৎশেঠ ॥ তা হলে আর দেরী কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ক্লাইভ ॥ Of course দলিল দুটোই তৈরী আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।
(দলিলের কপি মীরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)

মীরজাফর ॥ একটু পড়ে দেখব না?

ক্লাইভ ॥ ড্রাফটতো আগেই পড়েছেন।

রাজবল্লভ ॥ তা হলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।

ক্লাইভ ॥ If you want go ahead পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মত আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কিনা।

মীরজাফর ॥ (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।

রাজবল্লভ ॥ (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতন হলে কোম্পানী পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন পাবে-

মীরজাফর ॥ ওগুলো দেখে আর লাভ কি?

রাজবল্লভ ॥ এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দু'বার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

মীরজাফর ॥ বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।

রাজবল্লভ ॥ এ সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন। কিন্তু রাজ্য

চালাবেন কোম্পানী।

ক্লাইভ ॥ (বিরক্ত) You are thinking like a fool.
আমরা কেন রাজ্য চালাবো। আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করবার Privilege secure করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।

জগৎশেঠ ॥ আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় আপনারা হাত দেবেন এত ভালো কথা নয়।

ক্লাইভ ॥ (রীতিমত ক্রুদ্ধ) Then what you are going to do about it? দলিল দুটো তা হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরী করা যাবে।

মীরজাফর ॥ না না সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোন্দিন সিরাজ-উ-দ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করে)

মীরজাফর ॥ বুকের ভেতের হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজী?

জগৎশেঠ ॥ না না, মরাকান্না আবার কোথায়?

মীরজাফর ॥ আমি যেন শুনলাম।

ক্লাইভ ॥ (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি অথচ Women থেকেও coward।

রাজবল্লভ ॥ নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।

মীরজাফর ॥ তাই হয়ত।
(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্ততঃ করল)

মীরজাফর ॥ কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বল্লেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?

ক্লাইভ ॥ Oh, what nonsense আমি জানতাম coward দের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াট্সকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি নি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মীরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কি করব। আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোন ভয় নেই। your are sacrificing the Nabab and not the country. দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মীরজাফর ॥ আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।
(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সঙ্গীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল)

ক্লাইভ ॥ That's all right (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। we have done a great thing- a

great thing. (ক্লাইভ এবং ওয়াট্‌স আবার রমণীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেলো। অন্যদিক দিয়ে মীরণের প্রবেশ।)

মীরন ॥ হা হা হা। আর দেরী নেই।
(হাত তালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ)
আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মীরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব।
(দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী ॥ হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

মীরন ॥ (আতঙ্কিত) মোহনলাল।
(ফরাসে বসে পড়ল। মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল ॥ শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

মীরন ॥ সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?

মোহনলাল ॥ প্রয়োজন মত যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্রহচ্ছিল কিনা?

মীরন ॥ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কি ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল। নবাব তাকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাবে।
(উঠে দাঁড়ালো)
এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল ॥ প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কি হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণা সভায়?

মীরন ॥ মন্ত্রণা সভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। এসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়।
(পরিচারককে ডেকে মীরন কিছু ইঙ্গিত করল)
যখন নাছোড় হয়েছেন তখন বে-আদবী না করে আর উপায় কি?
(নর্তকীর প্রবেশ)
এখানে কি হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন? (একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেলো। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শুন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শুন্যেই তা দ্বিখন্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)।

মীরন ॥ মুর্তিমান বেরসিক হা হা হা-

বস্তুসংক্ষেপ

নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রবৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার দু'পক্ষের পরারর অবিশ্বাসের বিষয়টি দানা বেঁধে উঠলে সন্দেহপ্রবণ ক্লাইভই কাজের কথায় ফিরে আসেন। প্রথমেই তিনি উত্থাপন করেন চতুর বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের প্রসঙ্গ। উমিচাঁদ নবাব-বিরোধী শিবিরের একজন হয়েও ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছেন নবাবকে। নবাব কর্তৃক কলকাতা বন্দর আক্রমণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত উমিচাঁদের উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণও প্রদান করেছেন নবাব। এখন নতুন প্রস্তাব নিয়ে আবার নবাব বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন প্রতারক উমিচাঁদ। আসন্ন যুদ্ধে সহায়তার বিনিময়ে তার দাবি নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা। ধূর্ত ক্লাইভ এ দাবি পূরণে অসম্মত। বরঞ্চ তিনি নতুন ফন্দি এঁটেচেন উমিচাঁদকে ঠকাবার। ষড়যন্ত্রবৈঠকে কোম্পানীর প্রতিনিধি ও নবাবের বিদ্রোহী পারিষদবর্গের মধ্যে যে সমঝোতা দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে ক্লাইভ তাতে উল্লেখ করেননি উমিচাঁদের নাম মূল দলিলের আর একটি জাল দলিল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে উল্লেখ রয়েছে উমিচাঁদের নাম।

গোপন বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন জগৎশেঠ রাজবল্লভ মীরজাফর নবাব বিরোধী শিবিরের পক্ষে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এসেছেন রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্স। ক্লাইভ সঙ্গে করে এনেছেন পূর্ব প্রস্তুততে সমঝোতা দলিল। মীরজাফর ব্যতীত সকলেই পূর্বে দলিলে স্বাক্ষর করেছেন। ক্লাইভ স্বাক্ষরদানের জন্য মীরজাফরের কাছে দলিলটি দিলে, মীরজাফর কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। না পড়ে দলিলে দস্তখত দিতে তিনি সংশয়ী হয়ে উঠেন। অবশেষে মীরজাফরের অনুরোদে রাজা রাজবল্লভ দলিলের শর্তাবলি পাঠ করেন। ইংরেজ পক্ষের সঙ্গে মৃদু বার বিতন্ডার এক পর্যায়ে রাজবল্লভ মন্তব্য করে বসেন যে, এ দলিল অনুসারে নবাবের পতনের পর সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন মাত্র, রাজ্য পরিচালনা করবে কোম্পনী। তার এ মন্তব্যে জগৎশেঠও সায় দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন কর্ণেল ক্লাইভ দলিল ফিরিয়ে নিয়ে নতুন শর্ত সংযোজন করে পরিবর্তিত খসড়া পেশ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এটিও ক্লাইভের এক কূটচাল। কারণ যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে কালপেক্ষপণের অবকাশ নেই ষড়যন্ত্রকারীদের। এ সত্য মীরজাফরও অনুভব করেন। ষড়যন্ত্রপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তিনিই হবেন আপাতভাবে সর্বাধিক সুফল ভোগকারী। মীরজাফরের কাছে তাই মনে হয় শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজেই দলিলে দস্তখত করতে মনস্থ করেন তিনি। কিন্তু দস্তখত করার মুহূর্তে আবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন মীরজাফর। তার বুকে কেঁপে ওঠে, শুনতে পান মরাকান্নার ধ্বনি। রাজবল্লভের মন্তব্য স্মরণ করে দ্বিধান্বিত মীরজাফরের মনে হয় তারা সবাই মিলে বাংলাকে বিক্রয় করে দিচ্ছেন না ত? উচ্চারণ করে ফেলেন মীরজাফর ঐ দ্বিধামিশ্রিত মনোভাব ক্লাইভ এতে উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং সর্বসমক্ষে মীরজাফরকে কাপুরুষ অভিধায় চিহ্নিত করেন। পরিশেষে স্বাক্ষর দান করেন মীরজাফর। এর মধ্য দিয়ে পূর্ণ রূপ পায় এক কলঙ্কজনক ঐতিহাসিক চুক্তি। ক্লাইভ সন্তোষ চেপে রাখতে পারেন না; 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। বলে মন্তব্য করেন তিনি। অতঃপর সমাপ্তি ঘটে ষড়যন্ত্রবৈঠকের।

বৈঠক সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে মীরন। এই ষড়যন্ত্রও চুক্তি বাস্তবায়িত হলে ভোগলিপ্সু ও উচ্চাভিলাষী মীরন হবে বাংলার নতুন নবাবের পুত্র 'শাহ্জাদা'। তারপর একদিন হবে বাংলার নবাব। কিন্তু মীরনের ঐ উল্লাসমুহূর্তে আকস্মিকভাবেই তার আবাসগৃহে প্রবেশ করেন নবাব সিরাজের বিশ্বাস্ত সেনাপতি মোহনলাল। মোহনলাল গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়েছেন নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রবৈঠকের। কিন্তু তার জেরার মুখে মীরন অস্বীকার করে বৈঠকের প্রসঙ্গ। অভিনয় পটু মীরন নৃত্য গীতের উপকরণ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায় মোহনলালকে। শেষে প্রলুব্ধ করার জন্য এক পরিচারিকাকে সামনে ঠেলে দেয় মীরন। কর্তব্যপরায়ণ মোহনলাল পরিচারিকাটিকে উপেক্ষা করে দ্রুত বেরিয়ে যান মীরনের গৃহ থেকে।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রবৈঠকের বর্ণনা দিন।
২. উমিচাঁদ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।
৩. 'উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধিরাখে But Clive is no Less -কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন?
৪. আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে? কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে?
৫. আকস্মিকভাবে মীরনের গৃহে মোহনলালের উপস্থিত হওয়ার কারণ কী?
৬. ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর চরিত্রের দ্বিধা ও লোভের পরিচয় দিন।
৭. ষড়যন্ত্রবৈঠকে ক্লাইভ চরিত্রের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন ঃ 'উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধিরাখে *But Clive is no Less* -কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন?

উত্তর ॥ প্রশ্নে উল্লেখিত সংলাপটি রবার্ট ক্লাইভের। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা বন্দর আক্রমণের সময় ধূর্ত উমিচাঁদ সহায়তা করেছেন নবাবকে। এ জন্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ নবাবের কাছ থেকে প্রভূত অর্থও লাভ করেছেন। কিন্তু সুযোগসন্ধানী উমিচাঁদ নবাব পক্ষ পরিত্যাগ করে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন নবাবের বিদ্রোহী পারিষদবর্গ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গে। সহায়তা প্রদানের শর্ত হিসেবে উমিচাঁদ দাবি করেছেন নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা। প্রতারক প্রতারককে চিনতে পারে সহজেই। ক্রাইভও তাই সহজেই চিনে নিয়েছেন উমিচাঁদকে। তিনি অবলম্বন করেছেন এক কূট কৌশল। ক্লাইভ উমিচাঁদের সাহায্যও নেবেন, আবার শর্তের অর্থও পরিশোধ করবেন না বলে মনস্থ করেছেন। প্রতারক উমিচাঁদের বুদ্ধির স্বীকৃতি ঘোষণা ক্লাইভ নিজে শঠতা ও ধূর্ত বুদ্ধির দিক থেকে যে কারো চেয়ে কম নন, অকপটে তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে? কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে?

উত্তর ॥ প্রশ্নোক্তর সংলাপটি বাংলার নবাবের বিশ্বাসঘাতক সিপাহসালার মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরনের। মীরনের বাসগৃহতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রবৈঠক। নবাবের পারিষদবর্গ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ঐ বৈঠকে। বৈঠকে সম্পাদিত হয়েছে এক সমঝোতা চুক্তি। এই চুক্তির ফলে সিরাজের পতনের পর বাংলার মসনদের অধিকারী হবেন সিপাহীসালার মীরজাফর। উল্লিখিত ষড়যন্ত্রবৈঠক শেষ হওয়া মান উল্লসিত মীরন পরিচারিকাদের উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি উচ্চারকণ করেছে। ঐ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পিতা মীর জাফরের সঙ্গে সঙ্গে মীরনেরও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটবে, সে হবে 'শাহ্জাদা'। নবাবের পুত্র হিসেবে ভবিষ্যৎ নবাবের স্বপ্নও দেখে মীরন।

প্রশ্ন ঃ ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর চরিত্রের দ্বিধা ও লোভের পরিচয় দিন।

উত্তর ॥ বাংলার নবাবের পারিষদবর্গের একাংশ নবাবের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত। এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গেও স্থাপন করেছে যোগাযোগ নবাবের পতন নিশ্চিত করার জন্যই উভয়পক্ষের যৌথ বৈঠক ডাকা হয়েছে মীরনের বাসগৃহে। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করা হয়েছে তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা লাভবান হবেন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। তিনিই হবেন বাংলার মসনদের নতুন নবাব। ষড়যন্ত্রবৈঠকে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে কার কী প্রাপ্য হবে সেই ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পূর্ব প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্রে ষড়যন্ত্রের হোতা সকলেই স্বাক্ষরদান করে ফেলেছেন, বাকি রয়েছেন শুধু সিপাহসালার মীরজাফর। ক্লাইভ মীরজাফরকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার অনুরোধ করলে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন মীরজাফর। চুক্তিপত্র

পাঠ না করেই স্বাক্ষরদানে ইতঃস্তত করেন তিনি। অবশেষে রাজা রাজবল্লভ পড়ে শোনান চুক্তিপত্রের ধারা ও শর্তাবলি। সব শর্তই বাংলার বিপক্ষে যাবে এই অনুভব থেকে নবাবের বিশ্বাসঘাতক পারিষদবর্গ সাময়িক দ্বিধায় পীড়িত হন। ফলে তারা ক্লাইভের সঙ্গে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই চুক্তির বলে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যার সেই মীর জাফর ক্লাইভের মন্তব্যের সূত্রে বুঝতে পারেন যে এ পর্যায়ে কালক্ষেপণ সুবুদ্ধির কাজ হবে না। কাজেই সাময়িক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ক্ষমতালুব্ধ মীরজাফর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে মনস্থ করেন। তবে স্বাক্ষরদানের মুহূর্তেও তার দ্বিধানিত্মন সংশয়ী উঠে। তিনি শুনতে পান মরাকান্না, জিজ্ঞাসাতাড়িত হয়ে উঠেন এই বলে যে- ত সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?
লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফরের এই দ্বিধা ও সংশয় সাময়িক ভাবাবেগ মাত্র। তবু দ্বিধা ও সংশয়ের এই আকস্মিক অনুসরণই মীরজার চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজী?
২. সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?
৩. দেশের জন্য দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী।
৪. আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।

উত্তর

সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের অন্ত র্গত। বিশ্বাঘাতক মীরজাফরের সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে আলোচ্য সংলাপটিতে।
নবাব-বিরোধী চক্রান্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে, মীরনের বাসগৃহে আয়োজিত ষড়যন্ত্রবৈঠকে নবাবের বিদ্রোহী পারিষদ-বর্গ ও কোম্পানীর প্রতিনিধির মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বাসঘাতকতার ঐ দলিল প্রণয়ন ও স্বাক্ষরদানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হয় নবাবের আসন্ন পতন ও বাংলার বিপর্যয়। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই সাময়িক দ্বিধার শিকার হন ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর। সংলাপটিতে দ্বিধান্বিত মীরজাফরের যে জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হয়েছে তার উত্তর অনুচ্চারিত থাকলেও, ঐ চুক্তির ফলে বাংলাকে যে বিকিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য। মীরজাফরের মনে সাময়িক ঐ দ্বিধার জন্ম হলেও তিনি জানেন যে, দেশের বিপর্যয় সত্ত্বেও চুক্তিটি বাস্তবায়িত বলে ব্যক্তিগতভাবে তিনিই হবেন সর্বাধিক লাভবান। কাজেই সাময়িক ঐ দ্বিধা অচিরেই কাটিয়ে উঠেন তিনি। অবলীলায় স্বাক্ষর দান করে ফেলেন কলঙ্কজনক ঐ চুক্তিপত্রে।
মীরজাফর আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত; ঐতিহাসিক ভাষ্যে বিশ্বাসঘাতকের প্রতিনাম রূপে মীরজাফর অভিদাটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর বিশ্বাসঘাতক এই ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে লোভও দ্বিধার স্বল্পস্থায়ী দ্বন্দ্বের আভাস দিয়ে চরিত্রটিকে সজীব করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।

ব্যাখ্যেয় সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সংলাপটি রবার্ট ক্লাইভের। মীরনের গৃহে নবাব বিরোধীদের ষড়যন্ত্রবৈঠকে নিজেদের মধ্যে চুক্তির দলিল স্বাক্ষরিত হলে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চারণ করেন।

মীরনের গৃহে নবাব বিরোধীদের বৈঠকে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তা নিশ্চিত করে বাংলার আসন্ন বিপর্যয় এবং নবাবের পতন। ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা কর্ণেল ক্লাইভ কূটকৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর ও অন্যান্য অমাত্যকে প্রলুব্ধ করেন এবঙ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর আদায়ের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন। চুক্তিপত্রে সকলের স্বাক্ষরদান সম্পন্ন হলে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত ক্লাইভ গর্বের সঙ্গে চুক্তিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা ঘোষণা করেন। প্রকৃত অর্থেই চুক্তিটির রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তবে ক্লাইভ যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করেছেন ইতিহাস তাকে উল্টো অর্থেই গ্রহণ করেছে। কেননা ঐ ঐতিহাসিক চুক্তি রচনা করেছে এক কলঙ্কজনক ইতিহাস। এই চুক্তির হোতা ও স্বাক্ষরকারী সকলেই আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ক্লাইভের প্রশ্নোক্ত সংলাপটি তাই বিপরিতার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যা সংলাপ রচনায় নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয়বহ।